দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 2 8 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব ভাষামেলা ॥ এক শ' ভাষায় বর্ণমালা প্রদর্শনের চেষ্টা

আহমেদ নূরে আলম

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জাতীয় জাদুঘরে 'বিশ্ব ভাষা মেলা' অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় প্রায় ১০০টি ভাষার বর্ণমালা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হবে। এ মেলার আয়োজন করছে জাতীয় জাদুঘর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের সহযোগিতায়। বিশ্ব ভাষা মেলা প্রচুর সংখ্যক দর্শক টানবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেলায় বর্ণমালাসহ এক পাতায় ভাষার ইতিহাস ছাড়াও উল্লেখযোগ্য লেখকের প্রতিকৃতি ও গ্রন্থাদি স্থান পাবে। এ ছাড়া সাইট এ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে মেলাটিকে প্রাণবন্ত করার প্রয়াস চালানো হবে।

উল্লেখ্য, নতুন শতকের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে বাঙালীর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে পালনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশ্ব ভাষা মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান জানান, এ বছর বিশ্ব ভাষা মেলার আয়োজন খুব কম সময় হাতে নিয়েই করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ মেলাকে আরও আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করার লক্ষ্য রয়েছে। মেলায় বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী চাকমা ও মণিপুরী ভাষার বর্ণমালা, সাহিত্য কর্মও থাকবে।

এ পর্যায়ে যে ভাষাগুলোর বর্ণমালা মেলায় প্রদর্শন করা হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— আরবী, আভেস্তা, গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, বর্মী, চীনা, গথিক, ইংরেজী, ফরাসী, ফারসী, তিব্বতী, উর্দু, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, অহমিয়া, তামিল, গুজরাটী, উড়িয়া, দেবনাগরী, থাই, লাও, জাপানী, কোরিয়ান, জার্মান ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার কিভাবে উৎপত্তি হলো তা দেখাতে সেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলো বর্ণনা চিত্র ও লেখার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বলে মহাপরিচালক জানান।

মেলার বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার স্টলে বিদেশীরা থাকবেন। সরাসরি বা দোভাষীর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রায় এক শ' দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জনাব শামসুজ্জামান জানান, ভাষা মেলার ব্যাপারে বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, বিশ্বে প্রায় ৪ হাজার ভাষা রয়েছে। যেসব ভাষার বর্ণমালা ও লিখিত সাহিত্য রয়েছে তার মধ্যে ভবিষ্যতে যত বেশি সম্ভব ভাষাকে স্থান দিয়ে মেলার আয়োজন করা হবে। মেলা প্রতিবছর আয়োজন করা গেলে, ক্রমশ তা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।